কত সিওপি এল গেল পরিবেশের কী হল

রয়টার্স

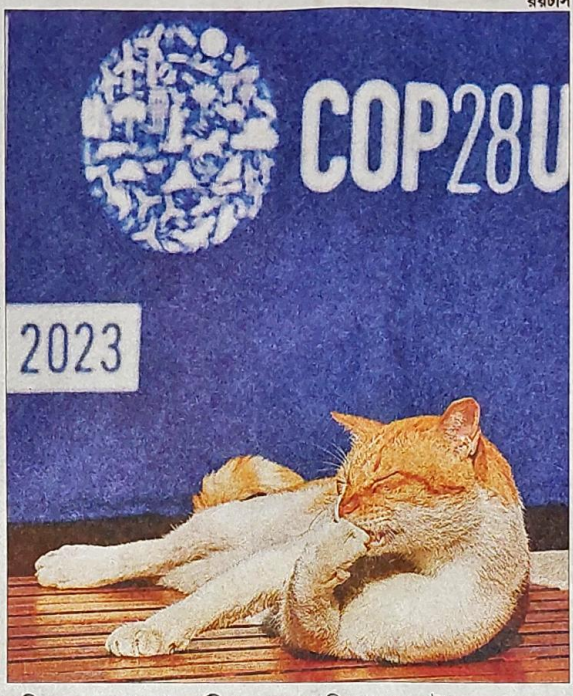

দুবাইয়ে সদ্য-সমাপ্ত জলবায়ু সম্মেলন সিওপি ২৮-এ ভারত থেকে ফুড অ্যান্ড ফার্মিং এক্সপার্ট হিসেবে ছিলেন দীপায়ন দে। আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কিছু কথা।

আবাহন: সিওপি মিডিয়ায় হইচই হলেও সাধারণ মানুষ তেমন ভাবে কিছু জানে না। রাষ্ট্রনেতারা সেখানে জলবায়ু নিয়ে চুক্তি করেন, তাতে কী কাজ জানা নেই, তবে বছর-বছর হয়। বহু বারের মতো এ বারও আপনি ছিলেন। অভিজ্ঞতা কেমন?

দীপায়ন দে: ২০১২, দোহায় আমার সিওপি-তে হাতেখড়ি। এ বার নবম। এই সম্মেলন জনসাধারণের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য হলেও তাঁদের সম্যক অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। এ জন্য যে বিশেষ প্রস্তুতি আর সচেতনতা প্রয়োজন, তা কোনও দেশেই নেই। তবু আগে ব্লু আর গ্রিন জোন থাকত নীতিনির্মাণ আর নাগরিক মঞ্চের জন্য। এখন দুটো দু'দিকে, এ বার তো গ্রিন জোনের প্রবেশও সীমাবদ্ধ ছিল। এই বৈষম্য দৃষ্টিকটু। তাই সাধারণের ভাষায় জলবায়ু সমস্যার কথা আমরা নিয়ে গেছিলাম একটা তথ্যচিত্রে। সেটা মুক্তি পেল এই সিওপি-তে।

'ইরোশন' নামে যে তথ্যচিত্র দেখানো হল, তার প্রধান ন্যারেটর আপনি। সেখানে জোশিমঠ বা সুন্দরবনের প্রকৃতিক্ষয় দেখানো হয়েছে। অন্য দেশের লোকেদের প্রতিক্রিয়া কেমন?

ছবিটা যখন সিওপি-র প্যাভিলিয়নে মুক্তি পেল, তখন বিশ্বাসই করতে পারিনি যে এত দর্শক দেখবেন। সকলেই সহজে মেলাতে পারছিলেন ছবিটার গল্পমালার সঙ্গে। নাইজিরিয়ার বাসিন্দা ভিনসেন্ট বললেন, 'তোমাদের দেশেও এমন হয়? এ তো আমাদের দেশেরও ঘটনা।' একই সুর লাতিন আমেরিকার সালভিয়া-র গলাতেও, জোশিমঠের দীর্ণদশায় তাঁর চোখে জল। আসলে ভাষা, ভোজন, পরিধান আলাদা হলেও গ্লোবাল সাউথের জলবায়ু সংকটের ছবিটা এক।

এ বার ফুড অ্যান্ড ফার্মিং এক্সপার্ট হিসেবেও আপনি ছিলেন সিওপি'তে। ব্রোশিয়োর বলছে, এই বিশেষজ্ঞদের রাখা হয়েছিল কারণ সিওপি খাদ্যের ভবিষ্যতের জন্যেও আন্তর্জাতিক জোট করতে চায়। ব্যাপারটা কেমন?

জলবায়ু সংকট খাদ্য সুরক্ষায় প্রভাব ফেলবে। আবার, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থাতেও কার্বন নিঃসরণের মাত্রা খুব বেশি। এই উভয়সংকটের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই একমাত্র সমাধান। এ বার উঠে এল, রিজেনারেটিভ ফার্মিং (যাতে জমির উর্বরতা বাড়ে) আর সাপ্লাই চেনের ডিকার্বনাইজেশনের প্রসঙ্গ। জনজাতিদের চিরাচরিত চাষও অভিযোজনের কারণে উল্লিখিত হল। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য-ব্যবস্থায় সার্কুলারিটি আনতে হবে সরকারকে, অর্থাৎ বর্জ্য তৈরি ও দূষণ কমাতে হবে। তবেই নিঃসরণ হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধি একসঙ্গে সম্ভব। কিন্তু, সব আলোচনাই হোঁচট খেল সেই অর্থনীতির চৌকাঠে। কে দেবে প্রযুক্তি? কে দেবে টাকা?

আশা কি তা হলে একমাত্র ওই ছবিটাই? সামগ্রিক ভাবে এ বার সিওপি নিয়ে হতাশা দেখা যাচ্ছে। আপনার কথাতেও তেমনই। আশা তা হলে কী?

এ ছবি ছড়িয়ে পড়লেও তাদের মন বদলাতে পারবে না যাদের মন লিপ্ত ব্যবসায়ী সুযোগ-সন্ধানে, তা দারিদ্রে বা দুর্যোগে বা দুর্নীতিতে হোক। এই সম্মেলনে সমঝোতার চাবিকাঠি রয়ে গেল সেই তেল-কয়লার ব্যাপারীদের হাতেই, নিঃসরণের পথ উন্মুক্ত রেখে। মতের ঐক্যের প্রহসনে এড়িয়ে গেল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত: জীবাশ্ম-জ্বালানি হ্রাসের বৈশ্বিক হুকুমনামা। যেটুকু খয়রাতে জুটল, সেটা নিতান্ত ভিক্ষের চাল। খাদ্য-ব্যবস্থায় একটা বড় পুঁজি লগ্নির অঙ্গীকার হয়েছে, কিন্তু তার বণ্টন ও বিভিন্ন ভাগের অগ্রাধিকারের প্রশ্নগুলো অস্পষ্ট। তেমনই ক্ষয়ক্ষতির জন্য তুলনামূলক ভাবে ভালো বরাদ্দ হলেও তার মূল্যায়নে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল তৈরি করা যায়নি। ফলে আর এক বৈষম্য ও বিদ্বেষের বীজ রয়ে গেল এ মাটিতে।

আবাহন দত্ত